দৈনিক ই[illegible]কিলাব

68

তারিখ ... AUG. 27 1999
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সনদ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বহু কারণে আলোচিত-সমালোচিত। প্রথমে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়কে সাম্প্র[illegible] কবি-সাহিত্যিকগণ 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে টিটকারী করত। [illegible] পর এরাই প্রাধান্য লাভ করে। মুসলিম দেশে মুসলিম লেখকদের লেখা পাঠ্য ছিল না। এ নিয়েও এক সময় কড়া সমালোচিত হয়। স্বাধীনতার পর জাতীয় কবির লেখা পাঠ্য নিয়েও কম আলোচিত হয়নি। এখনো সেই সমস্যা রয়েই গেছে। তবে সন্ত্রাস-খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সেশনজট ঘিরে সবচেয়ে বেশী সমালোচিত হয়। সন্ত্রাসী-মস্তানীতে এক সময় বেশ নাম করেছিল। ফলে বিশ্ব বিদ্যালয়কে বলা হত ডাকাতের গেরাম অথবা মিনি সেনানিবাস। একজন প্রতিবাদী সাহিত্যিক তার সনদ পুড়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। দেশের প্রখ্যাত কার্টুনিস্টগণও তাদের তুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি এঁকেছেন। একটি ঘর (বিশ্ববিদ্যালয়) দু'টি দরজা, একজন ছাত্র বই-খাতা নিয়ে প্রবেশ করছে আর বলছে— শিক্ষা চাই, বিদ্যা চাই জ্ঞান, বের হওয়ার সময় বলছে 'রক্ত চাই, কল্লা চাই, লাশ চাই।' অপর একজন কার্টুনিস্ট এঁকেছেন 'একটি যাদুর বাক্স (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রবেশ করছে ছাত্র হয়ে আর বের হচ্ছে ছাগল হয়ে।

কবির কল্পনা বা শিল্পীর তুলির আঁকা ছবি কখনো মিথ্যা হতে পারে না, একদিন বাস্তবে রূপ নেবেই। হ্যাঁ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ছাগল না বানাতে পারলেও ছাগল মার্কা সনদপত্র দিয়ে বিদায় করে। তাও আবার রামছাগল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল সনদের জল ছাপে দু'টি ছাগলের ছবি আছে। একটি বড়, একটি ছোট। ইংরেজীতে লেখা দু'টি লাইন আছে। প্রথম লাইনে GOAT SKIN এবং দ্বিতীয় লাইনে Parohment রয়েছে। হায়রে কপাল! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন পড়াশুনার পর ছাগল- মার্কা সনদ নিয়ে বিদায় হতে হবে। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার শেষে রাম ছাগলের ছবি পাওয়া উত্তম প্রতিদানই বটে!

মাননীয় প্রেসিডেন্ট ও ভিসি মহোদয়সহ সকলের কাছে আবেদন রাম ছাগলের চামড়া ও ছবি মার্কা সনদ পরিবর্তন করে নতুন সনদ দিন।

—সবুজ, ৬৩৭, সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়